পাপ্পুর প্রিয় ছড়া ও কবিতা

গৌর সেন

পুনশ্চ

ভূমিকা

শ্রীমান গৌর-এর ছড়ার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল তার সৃষ্টির প্রাথমিক স্তরে। এবার তার সাম্প্রতিক রচনা পড়লাম। এখন ছড়া লেখার হাতটি অনেক পরিণত। ছোটো-বড়ো নানা শ্রেণির পাঠক উপভোগ করবেন ছড়াগুলি।

মিল বা অন্তানুপ্রাসে সহজ সাবলীলতা, নিখুঁত ছন্দ দেখে ভালো লাগল। ছন্দে জড়তা—ছড়ার শত্রু। আর মিল—বিশেষ করে অপ্রত্যাশিত মিল—ছড়ায় রীতিমত উপভোগ্য। বইটিতে এই ধরণের বেশ কিছু ছড়া আছে। দু'একটা উদাহরণ দিই—

ঠাম্মি বলে, 'আরে ধুৎ—
জোনাই জ্বলে কোথায় ভূত?'

অথবা

কুলগুলি
বিলকুল-ই।

একটু অন্য ধরণের ছড়াও পেলাম—রূঢ় বাস্তবজীবন নিয়ে লেখা। একটু দৃষ্টান্ত দিতে লোভ হচ্ছে—

অফিস-ফেরৎ বড়োবাবু শ্রীযুক্ত হারান
ভীড়ের বাসে বলেন, 'দাদা, নিজের পায়ে দাঁড়ান।'
সামলে নিজের বলে হাবু,
'দশটি বছর বেকার বাবু
নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই হাতটা একটু বাড়ান।'

আর একটা ছড়া 'কুনুলাল'-ও ওই দলের। বাংলার প্রকৃতিকে নিয়ে 'ধানগাছ' অন্য ধরণের ছড়া। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের এই ছড়াগুলি ভালো লাগল। সহজ রসের বৈচিত্র্য—উপভোগ্যতা বাড়িয়েছে।

ছড়ার আবেদন চিরকালীন। সমস্যা ভারাক্রান্ত জটিল জীবনের বদ্ধ পরিবেশে একটি সহজ হাওয়া বইয়ে দেয়—এও কম লাভ নয়।

শ্রীমান গৌরকে সাধুবাদ জানাই—তার ছড়া লেখার কলমের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

শুভার্থী

ড. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

শান্তিনিকেতন
১০.০৪.২০১৯

সূচিপত্র

মা জননী মা	১১	গুপু	৪০
যাচ্ছেতাই	১২	মস্ত প্রশ্ন	৪১
একলা বাড়ি	১৩	আয়লার পর	৪২
ভবঘুরে মেঘ	১৪	সুন্দরবনে	৪৩
শহর থেকে দূরে	১৫	কালবোশেখি	৪৪
ইঁদুরদৌড়	১৬	লিমেরিক	৪৫
হিসেবি লোক	১৭	টালাঝিল	৪৭
কাঠুরিয়ার স্বপ্ন	১৮	ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল	৪৮
পুষ্যি	১৯	শ্যামাপোকা	৪৯
বিল্টুর স্বপ্ন	২০	দুর্গাদেবীর সমস্যা	৫০
ফুটপাতে	২১	ও পাখি ভাই	৫১
ভক্ত চাষি	২২	তুলতুলি এবং তার পুতুল	৫২
জবর খবর	২৩	এসো বিদ্রোহ করি	৫৩
শীতচিত্র	২৪	সোনার খনি	৫৪
বৃক্ষভাই বৃক্ষভাই	২৬	যার যা প্রিয়	৫৫
বিশ্বকবি	২৭	মিষ্টি দিন	৫৬
সহোদর	২৮	চড়াই	৫৭
সত্যি বাবা	২৯	নন্টু-মন্টু	৫৮
আমার বাড়ি	৩০	সংসার	৫৯
বাঘের চিঠি	৩১	ডানপিটে	৬০
মাৎস্যন্যায়	৩২	আমার গ্রাম	৬১
এক রবীন্দ্রনাথ	৩৩	বিল্টু সোনা	৬২
পাখির ঠিকানা	৩৪	সুন্দরবনের জমিদার	৬৩
কেঁদো বাঘের কান্না	৩৫	ঘরজামাই	৬৪
লালন দাদু	৩৬	ময়নাবুড়ি	৬৫
সমাধান	৩৭	গাছ আমার বন্ধু	৬৬
তরুণতরু ও দেবারতি	৩৮	সুজয়ের স্বপ্ন	৬৭
ময়নাপাখি	৩৯	ম্যাঁও	৬৮

শিশুর না জানা খবর ৬৯
রোরো ৭০
দেশের বাড়ি ৭১
পাহাড়ি পথে ৭২
মা ও মাটি ৭৩
এ-দিন সে-দিন ৭৪
ছোটা ভীম মোটা ভীম ৭৫
বন্ধু ৭৬
আবেদন ৭৭
গাছ ৭৮
ফুলবনে ৭৯
মাটি ৮০
ঠাম্মার গল্প ৮১
স্বপ্ন ৮২
ঝন্টি উবাচ ৮৩
শরৎ মানে ৮৫
ফটিক ৮৬
পৃথিবীটা সকলের জন্য ৮৭
বিল্টু ৮৮
টুপুস ৮৯
পড়া ৯০
শীতের পাঁচালি ৯১
আদর ৯২
এমন কেন সত্যি হয় না ৯৩
অভিমান ৯৪
পুজোর নেশায় ৯৬
বাঘের বারোমাস্যা ৯৭
ভূতের ভয় ৯৯
দাদুর কাণ্ড ১০০
স্বস্তি ১০১
মৌচাকে মৌমাছি ১০২
ঢেউ ১০৩
আগমনী ১০৪
মায়ের জন্য ১০৫
বৃক্ষ ও কাঠুরিয়া ১০৬
সব উত্তর কেউ জানে না ১০৭
আন্টিভীতি ১০৮
দুষ্টুরাজা ১০৯
মেলা ১১১
লিলির প্রশ্ন ১১২
বৃষ্টি ১১৩
সৃষ্টিছাড়া ১১৪
শ্যাম ১১৫
মা ও খোকা ১১৬
মেঘ ১১৭
দুর্গা মাগো ১১৯
পাতার ছড়া ১২০
যাত্রা বিভ্রাট ১২১
দাদু ১২৩
ঝমঝম বৃষ্টি ১২৪
ছবি ১২৫
সোনার কেল্লা ১২৬
মা দুর্গার ক্ষোভ ১২৭
বিষ নিচ্ছে শিব, তবু— ১২৮

মা জননী মা

মা জননী মা
আমার সকল দুঃখ-কষ্ট
বুঝতে পারেন সুস্পষ্ট
কোন্ জাদুবল আছে যে তাঁর
বুঝতে পারি না।

অনক্ষরা মা
পড়েন আমায় পাতায় পাতায়
লিখে রাখেন মনের খাতায়
একখানা বই পড়াই যে তাঁর
জীবন সাধনা।

প্রিয়ম্বদা মা
সাজানো ভাত খেতে দিয়ে
হাওয়া করেন পাখা নিয়ে
খাওয়ার শেষেও বলেন তিনি
আর এক গালা খা।

হাস্যময়ী মা
সাতসমুদ্র হাসি মুখে
কাজ করে যান সবার সুখে;
মাকে তোমরা কেউ কখনো
দুঃখ দিও না।

যাচ্ছেতাই

বাঘ-কে তুমি 'বাগ' বলেছো
তাই গিয়েছে রেগে;
রাগের চোটে খায় না কিছু
লাফাচ্ছে সবেগে!
কাক-কে তুমি 'কাগ' বলেছো
তাই হয়েছে গোঁসা;
গোঁসার চোটে তাড়িয়ে ধ'রে
আছড়ে মারে মশা!
মাছ-কে তুমি 'মাচ' বলেছো
তাই চটেছে কাল;
জেলের ডিঙি ডাঙায় তুলে
ভেঙেছে তার হাল!
দুধ-কে তুমি 'দুদ্' বলেছো
তাই তো গাভীগণ—
খড় ফেলে আজ চিবোয় শুয়ে
খোকার ব্যাকরণ!

একলা বাড়ি

বাবা ও মা অফিস গেলে
আমি থাকি একলা বাড়ি;
একদা এক পেতনি এলো
হাতে নিয়ে ফুলের কাঁড়ি।

বলল : 'সোনা, এ-সব তোমার;
আমি থাকি শ্যাওড়া গাছে।'
আমি বললাম : 'এলেই যখন
একটু বোসো আমার কাছে।'

সারাদিন-ই গল্প হলো
হোমওয়ার্ক আর পড়া ফেলে—
বাবা ও মা এলেন শেষে
জানতে পারি কলিংবেলে।

তখন আমার মনটি খারাপ
মুখে কেবল কাষ্ঠহাসি;
পেতনি বলে : 'ভেবো না ভাই
আসব আবার, এখন আসি।'

ভবঘুরে মেঘ

বরষার মেঘ পুজোর ছুটিতে হাসছে আকাশ জুড়ে
কালো জামা খুলে সাদা জামা গায়ে ওড়ে যেন ভবঘুরে।
এই দেখি মেঘ কাঠবেড়ালির পেছন পেছন ছুটছে।
হঠাৎ সারস ডানা মেলে ওই তাদের সাথেই জুটছে।
একটা সিংহ তাদের দিকেই যায় চুপিচুপি—চুপি
ছুটির মেঘেরা খুনসুটি করে, আজ ওরা বহুরূপী।
হঠাৎ-ই ওরা কালো রঙ মেখে মুখ ক'রে কালো ভূত
ঝরঝর ক'রে ঝ'রে পড়ে আর সোনামনি বলে, 'ধ্যুৎ,
সোনারোদে যেই পুতুল আমার মেলেছে সোনার দৃষ্টি
অমনি এসেছে কোথা থেকে এই দুষ্টু দুষ্টু বৃষ্টি?
পাখির বাসায় পাখি ছিল গাছে খেলছিল খোকা নিয়ে
বৃষ্টি তাদের বিরক্ত করে ফোঁটা ফোঁটা জল দিয়ে।
গাছ রোদ্দুরে হাত মেলেছিল তাপ নিচ্ছিল তাতে
বৃষ্টিরা এসে দুষ্টুমি করে সেখানেও তার সাথে।
হঠাৎ আবার কালো রঙ মুছে সাদা রঙ মাখে মুখে
মুক্ত আকাশে আপন খেয়ালে উড়ে যায় মহাসুখে।

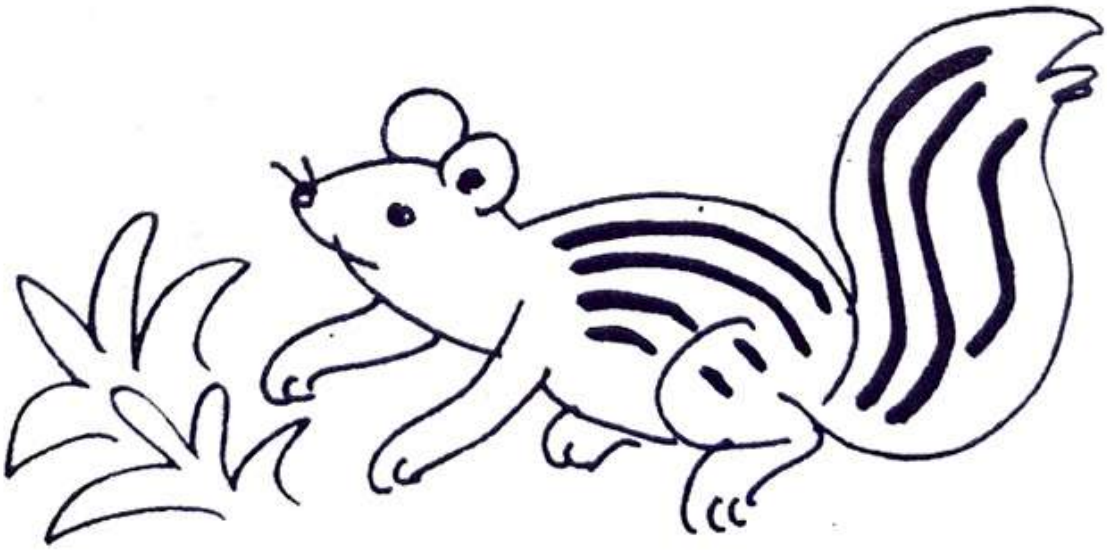

শহর থেকে দূরে

শহর থেকে দূরে
উইকএন্ডে গেলাম আমি অজ পাড়া-গাঁ ট্যুরে।
হাফপ্যান্টের বন্ধু ছিল ফটিকচন্দ্র দাস,
পেল্লায় সে পুরুষ, এখন জমি করে চাষ।
ঠাকুরঘরে ছিলেন পিসি, ধীরে ধীরে এসে—
লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ দিলেন মিষ্টিমুখে হেসে।
মাটির ঘরের জানলা দিয়ে চেয়ে আছি ঘাসে
হঠাৎ দেখি সাপের ভয়ে ইঁদুর পালায় ত্রাসে!
চিল যে কোথায় লুকিয়ে ছিল, ছোঁ মেরে তা নিল,
ক্রুদ্ধ ফণী ফণা তুলে শূন্যে ছোবল দিল।
আবার দেখি পেঁপেগাছে পেঁপে আছে পেকে
কাকেরা তা খাচ্ছে ব'সে সবার ডেকে ডেকে।
দুপুরবেলায় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলো ক'ষে
তখন দেখি পাখির বাসায় কাঁপছে পাখি ব'সে।
শহর থেকে দূরে
এসে এ-সব ছবি নিলাম মন-ক্যামেরায় ভ'রে।